প্রথম আলো

তারিখ 19 APR 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

উদয়ন উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্র মারধরের ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

উদয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষক মারধর করার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার সকালে অভিভাবকেরা মানববন্ধনের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু স্কুলের সামনে জড়ো হয়েও পরে তাঁরা পিছিয়ে আসেন। মানববন্ধন করতে পারেননি ভয়ে। সাংবাদিকদের বলেন, 'উদয়নে এখন সবচেয়ে সহজে যা পাওয়া যায় তা হলো টিসি।'

গতকাল সকালে উদয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে দেখা গেছে, মানববন্ধন কর্মসূচিতে যোগ দিতে জনা পঞ্চাশেক অভিভাবকের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাতও এসেছিলেন। কর্মসূচিটির খবর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমের বেশ কয়েক জন সাংবাদিকও সেখানে যান। তাঁদের কাছে নানা অসংগতির কথা তুলে ধরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। শিক্ষার্থীরা ক্ষতির শিকার হতে পারে সে কারণে নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন অভিভাবকেরা। এই ভয়ে তাঁরা মানববন্ধন করা থেকেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান।

১৩ এপ্রিল অষ্টম শ্রেণির কাকাতুয়া শাখার শিক্ষার্থীরা স্কুলের চতুর্থ তলায় জাকির হোসেন নামের এক শিক্ষকের কাছে অঙ্ক ক্লাস করছিল। এ সময় জাওশেদ আলম নামে অন্য এক শিক্ষক ওই শিক্ষার্থীদের ক্লাসের বাইরে ডেকে এনে বেদম মারধর করেন। নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীর মা গতকাল বলেন, 'স্কুলের গভর্নিং বডির একজন সদস্য আমাকে বলেছেন, তিনি চাইলে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে। একটি "সামান্য" ইস্যু নিয়ে আমরা নাকি রাজনীতি করছি।' তিনি জানান, তাঁর ছেলের গায়ের ব্যথা কমলেও মানসিকভাবে এখনো সে আতঙ্কের মধ্যে আছে। পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

> অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা জাকির হোসেন নামের এক শিক্ষকের কাছে অঙ্ক ক্লাস করছিল। এ সময় জাওশেদ আলম নামে অন্য এক শিক্ষক ওই শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে বেদম মারধর করেন

অষ্টম শ্রেণির কাকাতুয়া শাখার একজন ছাত্রী ওই দিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। *প্রথম আলো*কে ওই ছাত্রী বলে, 'জাওশেদ স্যার ওকে জানালার কাছে দাঁড় করিয়ে বেদম মারপিট করে। মনে হচ্ছিল উনি চাইছিলেন আমরাও যেন দেখি। কেউ কেউ ভয়ে কেঁদে ফেলে। আমাদের ক্লাস টিচার ওকে একটা দরখাস্ত লিখতে সাহায্য করে। এরপর আমরাও একটা দরখাস্ত লিখে সিগনেচার নিই। আমরা যারা কাজটা করছিলাম, কাল (রোববার) প্রিন্সিপাল আমাদের ডেকে ভয় দেখিয়েছে। আমরাও খুব ভয়ে আছি।'

এদিকে উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উম্মে সালেমা বেগম বলেছেন, 'অঙ্কের শিক্ষক অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রকে পিটিয়েছেন। তিনি অন্যায় করেছেন। তবে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এত জনপ্রিয় শিক্ষক হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সেটাও দেখতে হবে।' তিনি দাবি করেন, কিছু হলেই শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ সত্য নয়।

অভিভাবকেরা বলেন, তাঁরা বারবার চেষ্টা করেও অধ্যক্ষের দেখা পাননি। যখনই তাঁরা দেখা করতে চান, তখনই অধ্যক্ষ বলেন তিনি মিটিংয়ে আছেন বা ব্যস্ত আছেন। একজন ক্ষুব্ধ অভিভাবক বলেন, 'আমরা জিম্মি হয়ে গেছি। এই স্কুলে সবচেয়ে সুলভে যা পাওয়া যায় তা হলো হুমকি আর টিসি। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো কিছুই বলতে পারি না। বললেই টিসি দেওয়ার ভয় দেখায়।' অভিভাবকেরা জানান, একটি 'বিশেষ ধরনের কমিটি' এখন স্কুলটি পরিচালনা করছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ উম্মে সালেমা বেগম বলেন, 'ওই ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। তবে শিক্ষার্থীরা যেসব নাম ধরে শিক্ষককে ব্যঙ্গ করে সেগুলো ভদ্রসমাজে উচ্চারণযোগ্য নয়। ওই শিক্ষক খুবই জনপ্রিয়। তাঁর কাছে অনেকেই প্রাইভেট পড়তে চায়।' তদন্ত চলার সময় তিনি ক্লাস নেওয়ায় শিক্ষার্থীরা ভয় পাচ্ছে না বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি ক্লাস না নিলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা।